সলিল চৌধুরী জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটি আয়োজিত

সলিল সমারোহ

‘এসো দারুণ প্লাবন তুলি
প্রভেদ বিভেদ ভুলি’

কিংবদন্তী সঙ্গীতস্রষ্টা ও যুগন্ধর সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে সলিল চৌধুরী জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি ২০২৩ সাল থেকে এক দীর্ঘ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে স্রষ্টা সলিলের সৃষ্টির সমস্ত দিককে নিয়ে চর্চার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সঙ্গীতের নানাদিক ছাড়াও সলিল চৌধুরীর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নাটক, চলচ্চিত্র, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত দিককে এই উদযাপনের অঙ্গ করে নিয়েছে সলিল চৌধুরী জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি। আলোচনা চক্র, প্রকাশনা, প্রদর্শনী, তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র নির্মাণ, সাংস্কৃতিক উৎসব ও নানা বিষয়ের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এই উৎসব উদযাপিত হবে ২০২৪-২০২৫ সাল জুড়ে। সমস্ত কর্মসূচিই প্রাথমিক ভাবে স্থানীয়, জেলা ও রাজ্যস্তরে সংগঠিত হবে। দু’বছর ব্যাপী এই অনুষ্ঠানমালার সমাপ্তি উৎসব আয়োজিত হবে কেন্দ্রীয় স্তরে কলকাতায় ২০২৫ সালের নভেম্বরে সলিল জন্মজয়ন্তীর সময়পর্বে। প্রতিযোগিতা পার্থিব ও অপার্থিব (physical and virtual) দু’টি মাধ্যমেই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। প্রতিযোগীদের সরাসরি অংশগ্রহণে পার্থিব মাধ্যমে যে প্রতিযোগিতাগুলি আয়োজিত হবে তা সীমাবদ্ধ থাকবে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার অভ্যন্তরে থাকা প্রতিযোগীদের জন্যে।

ভারতের অন্য রাজ্য ও বিশ্বের নানা দেশের সলিল অনুরাগীদের এই মহতী আয়োজনের সাথে যুক্ত করতে অপার্থিব (virtual) মাধ্যমেও থাকবে নানা অনুষ্ঠান ও নির্বাচিত বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা যেখানে অংশ নেবে দেশের অন্য রাজ্যের প্রতিযোগীরা সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে থাকা আগ্রহী সলিল অনুরাগীরাও। এই বিশাল সাংস্কৃতিক উদযাপন অনুষ্ঠিত হবে 'সলিল সমারোহ' শিরোনামে। স্থানীয়, জেলা ও রাজ্যস্তরে যে প্রতিযোগিতাগুলি আয়োজিত হবে তার নিয়মাবলী এই তথ্য-পুস্তিকায় বিস্তারিতভাবে দেওয়া হল। রাজ্যস্তরে নির্বাচিত নিয়মাবলীকে মান্যতা দিয়েও জেলাস্তরে এখানে উল্লিখিত তালিকায় প্রয়োজনে সংযোজন করার স্বাধীনতা জেলা পর্যায়ের সলিল সমারোহের সমিতিগুলির থাকবে। কিন্তু রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতাগুলি কঠোরভাবে এই তালিকা অনুযায়ী সংগঠিত হবে। জেলাস্তরে সমস্ত প্রতিযোগিতায় একই সাধারণ নিয়মাবলী অনুসরণ করা হবে। সলিল সঙ্গীতের অবিকৃত চর্চার স্বার্থে সলিল সমারোহের কেন্দ্রীয় স্তর থেকেই সমস্ত গানের প্রামাণ্য লিঙ্ক নির্বাচিত গানের পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে। সমস্ত স্তরের প্রতিযোগিতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারকদের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। কোনোক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট স্তরের উদযাপন সমিতির কোনো দায় থাকবে না।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী

সব ক্ষেত্রে নির্বাচিত গানের লিঙ্ক ও গানের বাণী দেওয়া হয়েছে। সেটা অনুসরণ করে গান গাইতে হবে। নৃত্যের ক্ষেত্রে নির্বাচিত গানের প্রদত্ত রেকর্ড বাজিয়ে নৃত্য করতে হবে। প্রতিযোগীদের বয়স বিচার হবে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ এর ভিত্তিতে।

ছোটদের গান (অনূর্ধ্ব ১০ বছর):

১. ও সোনা ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙ
(https://www.youtube.com/watch?v=HxI1mZbRUEQ)
২. বুলবুল পাখী ময়না টিয়ে
(https://www.youtube.com/watch?v=KPMP15qDSE8)
৩. এক যে ছিল মাছি
(https://youtu.be/wtjrHhuJ5Bs?si=Iiq9gWsvFXMrlVEM)
৪. পুতুল পুতুল খুকুমণির
(https://youtu.be/4ujmEUxkWsY?si=jQktmNVOKeXdxOVF)
৫. ও আয়রে ছুটে আয়
(https://youtu.be/57WT1m5WEZc?si=AkQkBp-4SHbRBPnI)

ছোটদের গান (১০ বছর থেকে অনূর্ধ্ব ১৫ বছর):

১. তেলের শিশি ভাঙলো বলে
(https://www.youtube.com/watch?v=aKD6XjcvspM)
২. না দির দির না তুম না তুম
(https://www.youtube.com/watch?v=YOf0hPz-Gso)
৩. ও মাগো মা অন্য কিছু গল্প বলো
(https://www.youtube.com/watch?v=DPd47KiR5Lk)
৪. সারাটা দেশ জুড়ে আমার
(https://www.youtube.com/watch?v=7nfjMQ5C-gI)
৫. খুকুমণি গো সোনা
(https://youtu.be/cEr3B2cBiUg?si=SniAUg6GPgZwo_ss)

ছোটদের নৃত্য (অনূর্ধ্ব ১০ বছর, রেকর্ডের সঙ্গে নৃত্য):

১. না দির দির তা তুম না তুম
(https://www.youtube.com/watch?v=YOf0hPz-Gso)
২. সারাটা দেশ জুড়ে আমার
(https://www.youtube.com/watch?v=7nfjMQ5C-gI)
৩. এক যে ছিল রাজা
(https://youtu.be/EoLgjbJ8PEI?si=BYIptyHBws2btzKz)
৪. ও আয়রে ছুটে আয়
(https://youtu.be/57WT1m5WEZc?si=bzyEhKla-cuUCtYr)
৫. বুলবুল পাখী ময়না টিয়ে
(https://youtu.be/KPMP15qDSE8?si=U78RfNq_-pmP764m)

ছোটদের নৃত্য (১০ বছর থেকে অনূর্ধ্ব ১৫ বছর):

১. ও প্রজাপতি পাখনা মেলো
(https://youtu.be/2srqO2_wWf0?si=UOOoENeQJM6AfiI0)
২. গুন গুন মন ভোমরা
(https://youtu.be/7MtduMFnO74?si=G5BtdgL2s5jzO3AX)
৩. উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
(https://youtu.be/rTA-M8UjH7w?si=jivb_A7Z5zySrJj4)
৪. সাত ভাই চম্পা
(https://youtu.be/smXMhhrfAy0?si=pMg4ENgxQIJFdwih)
৫. ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক
(https://youtu.be/R6ZMjNWGkVQ?si=GqcZQiE8-uGN6PZT)
৫. নাও গান ভরে
(https://youtu.be/0EF0myh6DkY?si=W0R8nSg37OJ1NIip)

বাংলা গান-একক (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব):

১. প্রান্তরের গান আমার
(https://www.youtube.com/watch?v=od9mhdHEF30)
২. উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
(https://www.youtube.com/watch?v=UVbhOrN8eCQ)
৩. এবার আমি আমার থেকে
(https://www.youtube.com/watch?v=jPjcPlM7L9I)
৪. ঝনন ঝনন বাজে
(https://www.youtube.com/watch?v=A8OAw7RxfyI)
৫. বাজে গো বীণা
(https://www.youtube.com/watch?v=yabeyLAK6V8)

৬. না মন লাগেনা
(https://www.youtube.com/watch?v=QpIWL6_p_8s)
৭. সবার আড়ালে
(https://www.youtube.com/watch?v=QscBYMPOVso)
৮. আজ নয় গুণগুণ গুঞ্জন
(https://www.youtube.com/watch?v=g4DKgJxpZ8U)
৯. কে যাবি আয়
(https://www.youtube.com/watch?v=iL6NhMDxQNk)
১০.আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম
(https://www.youtube.com/watch?v=mqcrVAC8fi8)

হিন্দী উর্দু গান (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব):

১. ও সজনা বরখা বাহার আয়ি
(https://www.youtube.com/watch?v=wI50w-uttTA)
২. গুজর যায়ে দিন দিন
(https://www.youtube.com/watch?v=I1ZBFOzNUxw)
৩. ধরতী কহে পুকার কে
(https://www.youtube.com/watch?v=vD-AWCj9Chc)
৪. নিশিদিন নিশিদিন
(https://www.youtube.com/watch?v=-3VxRoiq_sE)
৫. ম্যায়নে তেরে লিয়ে হি
(https://www.youtube.com/watch?v=4jQGqZZdN6I)
৬. কঁহি দূর যব
(https://www.youtube.com/watch?v=wjYK67cgNKc)

৭. সুহানা সফর (https://www.youtube.com/watch?v=apaAYIfpJBY)
৮. রজনীগন্ধা ফুল তুমহারে
(https://www.youtube.com/watch?v=_j5dRsWevdM)
৯. আজারে ম্যায়তো কবসে
(https://www.youtube.com/watch?v=DfHE404kddk)
১০. না জানে কিঁউ
(https://www.youtube.com/watch?v=cJT3de5BOik)

একক গণসঙ্গীত (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব):

১. অবাক পৃথিবী
(https://www.youtube.com/watch?v=QRc5xH6mPZg)
২. সেই মেয়ে (https://www.youtube.com/watch?v=_njHAxg79-0)
৩. ধন্য আমি জন্মেছি মা
(https://www.youtube.com/watch?v=abJcPAPoy-I)
৪. শ্যামল বরণী ওগো
(https://www.youtube.com/watch?v=o6C79-X0R8Y)
৫. আমি সবার উপরে মানুষ
(https://www.youtube.com/watch?v=1qcj-1wkg8E)
৬. ও ভাইরে ভাই মোর মতন
(https://www.youtube.com/watch?v=7n_DPpTFCC8)
৭. তোমার বুকের খুনের চিহ্ন
(https://www.youtube.com/watch?v=jsHfxx00ukw)
৮. আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
(https://www.youtube.com/watch?v=ZCMm4ARAFVY)

৯. পথে এবার নামো সাথী
(https://www.youtube.com/watch?v=_emsOsS7s0k)
১০.আমার প্রতিবাদের ভাষা
(https://www.youtube.com/watch?v=HmY8RM4Xh0s)

সমবেত গণসঙ্গীত (সর্বসাধারণ, কমপক্ষে ৪-সর্বাধিক ১২জন বাদ্যযন্ত্রী সহ):

১. ও আলোর পথযাত্রী
(https://www.youtube.com/watch?v=Z8c8NVjclf0)
২. আমাদের নানান মতে
(https://www.youtube.com/watch?v=7G2Zit4bPlc)
৩. অধিকার কে কাকে দেয়
(https://www.youtube.com/watch?v=R26liEFe3ns)
৪. দুস্তর পারাবার
(https://www.youtube.com/watch?v=QV3RxXaWxP8)
৫. ঢেউ উঠছে কারা টুটছে
(https://www.youtube.com/watch?v=K3SKluWYbPU)
৬. ও মোদের দেশবাসী রে
(https://www.youtube.com/watch?v=-JTBqHng9Ic)
৭. হাতে মোদের কে দেবে
(https://www.youtube.com/watch?v=iYqtdM2aKjE)
৮. গৌরীশৃঙ্গ তুলেছে শির
(https://www.youtube.com/watch?v=2U-8Np0gpIw)
৯. নবারুণ রাগে রাঙে রে
(https://www.youtube.com/watch?v=9B6z6Rz3LG4)
(https://www.youtube.com/watch?v=vk-nEhjMDDI)
১০.সেদিন আর কত দূরে
(https://www.youtube.com/watch?v=5ckRk1Wcc1M)

অর্কেষ্ট্রা (সর্বসাধারণ, কমপক্ষে ৪-সর্বাধিক ১০জন):

১. সুরের এই ঝরঝর ঝর্ণা
(https://www.youtube.com/watch?v=8Y0NxEaGprU)
২. হঠাৎ ভীষণ ভালো লাগছে
(https://www.youtube.com/watch?v=MXhkLIGpq2o)
৩. কি যে করি দূরে যেতে হয়
(https://www.youtube.com/watch?v=eYZ9OVydpbk)
৪. সাত ভাই চম্পা
(https://www.youtube.com/watch?v=smXMhhrfAy0)
৫. ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক
(https://www.youtube.com/watch?v=j6DDUq9o0E0)
৬. নি সা গা মা পা নি সা রে গা
(https://www.youtube.com/watch?v=oDd5BzSNoLw)
৭. শোন কোন একদিন
(https://www.youtube.com/watch?v=liUDQvWYV7o)
৮. আহা ওই আঁকাবাঁকা যে পথ
(https://www.youtube.com/watch?v=l6TPi_0H23w)
৯. গুণ গুণ মন ভ্রমরা
(https://www.youtube.com/watch?v=7MtduMFnO74)
১০. কেন কিছু কথা বলোনা
(https://www.youtube.com/watch?v=yCkfkVPUeRE)

একক নৃত্য (সর্বসাধারণ, বয়স বিবেচ্য নয়):

১. ইচ্ছা করে ও পরানডারে
(https://www.youtube.com/watch?v=QH6RKcUrrsQ)
২. সেই মেয়ে (https://www.youtube.com/watch?v=EbTXyasmOVQ)

৩. গঙ্গা গঙ্গার তরঙ্গে
(https://www.youtube.com/watch?v=0rVNetzjJMc)
৪. জাগো অলস শয়ন ছাড়ো
(https://www.youtube.com/watch?v=sooOPFCg4Uc)
৫. রানার
(https://www.youtube.com/watch?v=22hj5E1J8Dc)
৬. ও ভাইরে ভাই মোর মতন
(https://www.youtube.com/watch?v=7n_DPpTFCC8)

সমবেত নৃত্য (সর্বসাধারণ, কমপক্ষে ৪ - সর্বাধিক ১০ জন):

১. পাল্কীর গান
(https://www.youtube.com/watch?v=8g6D5cKHEAY)
২. অবাক পৃথিবী-বিদ্রোহ আজ
(https://www.youtube.com/watch?v=MvsCB6FHYTw)
৩. ও আলোর পথযাত্রী
(https://www.youtube.com/watch?v=7P-Ubi6fMEU)
৪. ও মোদের দেশবাসী রে
(https://www.youtube.com/watch?v=-JTBqHng9Ic)
৫. আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
(https://www.youtube.com/watch?v=ZCMm4ARAFVY)
৬. ঢেউ উঠছে
(https://www.youtube.com/watch?v=K3SKluWYbPU)
৭. উড়ু উড়ু তাক তাক তাক
(https://www.youtube.com/watch?v=kq3u1cbBFTg)
৮. ও মাঝি বাইয়ো
(https://www.youtube.com/watch?v=Q35qPg4GsAo)

আবৃত্তি (সর্বসাধারণ, বয়স বিচার্য নয়):

প্রতিযোগীদের জন্য তিনটি কবিতাগুচ্ছ থাকবে। প্রতিযোগী যে কোনো একটি গুচ্ছ নির্বাচন করবেন। প্রতি গুচ্ছে তিনটি করে ছোট কবিতা থাকবে। প্রতি প্রতিযোগীকে একাদিক্রমে তিনটি কবিতাই আবৃত্তি করতে হবে:

কবিতাগুচ্ছ-১: এক গুচ্ছ চাবি, ভূমন্ডলে, সূর্যপ্রেম।
কবিতাগুচ্ছ-২: ভালো হতো, সেই লোকটা, বোঝার ছড়া।
কবিতাগুচ্ছ-৩: যখন অসহ্য হয়, হয়না, কানকাটার ছড়া।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা:

১/ছবি আঁকার সময়সীমা - ২ ঘন্টা
২/ছবি আঁকার জন্য দেওয়া হবে কার্টিজ কাগজ (আনুমানিক মাপ - ১০"x১৫")
৩/ছবি আঁকার রঙ ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম প্রতিযোগীকে আনতে হবে।
৪/স্কেচ পেন ও মার্কার পেন ছাড়া যে কোনো মাধ্যমে ছবিতে রঙ করা যাবে। যেমন - পেন্সিল রঙ, মোম রঙ, প্যাস্টেল রঙ(তেল বা ড্রাই), জল রঙ, পোস্টার রঙ, অ্যাক্রিলিক রঙ।

অঙ্কন, 'ক' বিভাগ (অনূর্ধ্ব ১০ বছর):

১. একা নড়ে কানে করে
২. ও আয়রে ছুটে আয়
৩. সারাটা দেশ জুড়ে আমার ঘরবাড়ি
৪. শোনো শোনো গো সবে শোনো দিয়া মন ('কবিতা' -১৯৭৭- চলচ্চিত্র-র গান)

অঙ্কন, 'খ' বিভাগ (১০ বছর - অনূর্ধ্ব ১৬ বছর):

১. কেউ কি আমায় বলতে পারো
২. ধিতাং ধিতাং বোলে
৩. পাল্কির গান
৪. ও আয়রে আয় ('মর্জিনা আবদুল্লা' -১৯৭৩- চলচ্চিত্র-র গান)

অঙ্কন, 'গ' বিভাগ (১৬ বছর ও তদূর্ধ্ব):

১. আহা ঐ আঁকাবাঁকা যে পথ
২. যা রে উড়ে যারে পাখি
৩. এই দেশ এই দেশ আমার এই দেশ
৪. ও মোদের দেশবাসীরে

এছাড়া ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ২০২৫ সালে জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি:

১. একক সঙ্গীত, একক নৃত্য, এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতার প্রবেশ মূল্য ৫০/- । সমবেত সঙ্গীত, সমবেত নৃত্য, এবং অর্কেস্ট্রা প্রতিযোগিতার প্রবেশ মূল্য ৩০০/-।

২. সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় হারমোনিয়াম এবং বাদক সহ তবলার ব্যবস্থা কমিটি করবে। প্রতিযোগী নিজে বা অন্য কেউ তার সাথে হারমোনিয়াম বা গীটার বাজিয়ে দিতে পারবেন। গীটার ব্যবহার করলে প্রতিযোগীকে গীটার সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। কীবোর্ড ব্যবহার করা যাবে না।

৩. প্রতিযোগীদের খাতা/কাগজ না দেখে গাইতে হবে, অন্যথায় নম্বর কাটা যাবে।

৪. সমবেত গানে হারমোনিয়াম ছাড়া কীবোর্ড, বাঁশি, গীটার, কাওন/অকটোপ্যাড ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে কোনো দলে গায়ক-বাদক সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ ১২ জন অবধি থাকতে পারবেন।

৫. সমবেত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একজন বাদ্যযন্ত্রী একাধিক দলের সাথে বাজাতে পারবেন কিন্তু একাধিক দলে কন্ঠ দান করতে পারবেন না।

৬. আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় আবহ সঙ্গীত ব্যবহার করা যাবে না।

৭. নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের সুবিধার জন্য তারা নিজস্ব Bluetooth স্পিকার ব্যবহার করতে পারবেন। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও প্রতিযোগিতার স্থানে Bluetooth স্পিকারের ব্যবস্থা থাকবে।

৮. সর্বসাধারণ বিভাগ ছাড়া অন্য সব বিভাগে বয়সের প্রমানপত্র আবশ্যিক।

৯. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের নির্ধারিত গানের লিঙ্ক এবং বাণী প্রদান করা হবে।

১০. সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি এবং অর্কেস্ট্রা প্রতিযোগিতার সমস্ত বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রাজ্যের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্বাচিত হবে।

Contact Information:

Sangita Roychowdhury: 8777742985
Moumita Kundu: 9564039472
Tanusree Chakraborty Maity: 9830997615

সোনা ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙ

ও সোনা ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙ
সারারাত হেঁড়ে গলায় ডাকিস গ্যাঙর গ্যাঙ ।
তোরা কি গলা সাধিস নি
তোরা কি নাড়া বাঁধিস নি
আয় চলে আয় আমার কাছে
শিখিয়ে দেব গান ।

বলো তো, বল না, বলো তো
পাপা পাপা ক্ষপা ধাপা রেগামা মামা গা
ভেরি গুড কোলা ব্যাঙ তুমিও বলো
গগা রেসা রেরে সানি ধানি সানি পা
বা বা বা বারে বা ।

সারাটা দিন লম্ফ ঝম্প বন্ধ করে দাও
আর তানপুরাটায় সুরটি বেঁধে রেওয়াজ করে যাও ।
মা বলবে ভালো মেয়ে সোনা কোলা ব্যাঙ
তা যদি না করো তবে ভাঙবো তোমার ঠ্যাং ।

বলো তো-
সারে গামাপা ধা পা ধাপামা গা
গামাপা ধানিসা রে নি
সা নিধা পামা গা
বা বা বা বারে বা!

সম্মেলনে গাইবেন খাঁ সাহেব কোলা ব্যাঙ
সঙ্গতে সঙ্গেতে থাকবেন পন্ডিত সোনা ব্যাঙ ।
তোমরা সবাই শুনতে এসো কোলা ব্যাঙের গান
কালোয়াতি গানের শেষে নানারকম তান।

শুনিয়ে দাও, শুনিয়ে দাও, শুনিয়ে।
ধা ধিন ধিন ধা, ধা ধিন ধিন ধা
না তিন তিন তা, তেটে ধিন ধিন ধা
দির্ দির্ না দিম্ তা না তিম্ তারে, তেরে নাদির্ দির্ দির্
না দিম্ তা না তিম্ তারে।

কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী

বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে

বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে
আয় না যা না গান শুনিয়ে
দূর দূর বনের গান,
নীল নীল নদীর গান
দুধ ভাত দেবো সন্দেশ মাখিয়ে।

ঝিলমিল ঝিলমিল ঝরনা যেথায়
কুলু-কুল কুলু-কুল রোজ বয়ে যায়
ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী গল্প শোনায়
রাজার কুমার পক্ষীরাজ চড়ে যায়।

ভোরবেলা পাখনা মেলে দিয়ে তোরা
এলি কি বল না সেই দেশ বেড়িয়ে।

কোন গাছে কোথায় বাসা তোদের
ছোট কি বাচ্ছা আছে তোদের?
দিবি কি আমায় দুটো তাদের?
আদর করে আমি পুষবো তাদের
সোনার খাঁচায় রেখে ফল দেবো খেতে
রাধে কৃষ্ণ গান দেব শিখিয়ে।

কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী

এক যে ছিল মাছি

এক যে ছিল মাছি
তার নামটি ছিল পাঁচি।
উড়তে উড়তে পাঁচি,
গিয়ে পড়ল সাঁচি।
আর একটা মৌমাছি,
তার বাড়িও সাঁচি
পাঁচীকে দেখে বলল,
পাঁচি, আয় দুজনে নাচি

পাঁচির হাতে ছিল একটা ছোট্ট মতন কাঁচি।
সে বললে তার চেয়ে বরং
আয় গোঁফদুটো তোর চাঁচি। (আয়)

যেই না গেল গোঁফ চাঁচতে,
সেই বড় মৌমাছি
দিল একটা হাঁচি।

উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে
উড়তে উড়তে তখন পাঁচি
গিয়ে পড়ল রাঁচী!
আর রাঁচীতে গিয়ে বলল পাঁচি,
মরণ হলেই বাঁচি!

কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী

পুতুল পুতুল খুকুমণির

পুতুল পুতুল খুকুমণির আজকে হবে বিয়ে
তাই বাজনা বেজেছে
গয়না, বেনারসি পরে কনে সেজেছে
হাতভাঙা জাপানি পুতুল টোপর মাথায় দিয়ে
বায়না ধরেছে,
লালা টুকটুকে খুকুমণি মনে ধরেছে।

আয় আয় ছুটে আয়, আয় সব জুটে আয়
বাজা শাখ উলু দেরে লগ্ন এসেছে।

সুর্কির পান্তুয়া, চুনের হয়েছে সন্দেশ,
লাল নীল সব পুঁতির ঠাসা হয়েছে দরবেশ,
মা দিয়েছে আলুর খোসা, লুচি হয়েছে,
খাবে বলে খোঁড়া ভাল্লুক ব্যস্ত হয়েছে।
কতদিকে দেখি বলো একলা মানুষ
সামলানো এক জ্বালা হয়েছে।
আয় আয় ছুটে আয়....

বরযাত্রী যাবে বলে সবাই ধরেছে,
নিগ্রো পুতুল কালো মেয়ে টুপি পরেছে,
বরকর্তা পেটমোটা চীনেটা হয়েছে,
হাতি, ঘোড়া, কোমর বেঁধে তৈরি হয়েছে।
অনেক ধরাধরি করে দাড়িওয়ালা
রবিঠাকুর পুরুত হয়েছে
আয় আয় ছুটে আয়।
কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী

ও আয়রে ছুটে আয়

ও আয় রে ছুটে আয়, পুজোর গন্ধ এসেছে।
ঢ্যাম্ কুড়কুড়, ঢ্যাম্ কুড়াকুড়, বাদ্যি বেজেছে।
গাছে শিউলি ফুটেছে, কালো ভোমরা জুটেছে।
আজ পাল্লা দিয়ে আকাশে মেঘেরা ছুটেছে।

ও মাগো মা, দাও না পরিয়ে
নতুন জামা ফ্রক দাওনা পরিয়ে
নতুন নতুন গয়না যা দিয়েছ গড়িয়ে।
আজ সবার সাথে আনন্দেতে যাই না বেরিয়ে।

কাঁদছ কেন আজ ময়না-পাড়ার মেয়ে?
নতুন জামা ফ্রক পাওনি বুঝি চেয়ে?
আমার কাছে যা আছে, সব তোমায় দেব দিয়ে,
আজ হাসি খুশি মিথ্যে হবে তোমাকে বাদ দিয়ে।

তেলের শিশি ভাঙল বলে

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো-তার বেলা?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ী
পাটের আড়ত্ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ী-তার বেলা ?

চায়ের বাগান, কয়লাখনি
কলেজ থানা, আপিস-ঘর
চেয়ার টেবিল, দেয়ালঘড়ি
পিয়ন, পুলিশ, প্রফেসর-তার বেলা ?

যুদ্ধ জাহাজ, জঙ্গী মোটর
কামান, বিমান, অশ্ব, উট
ভাগাভগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির লুট-তার বেলা ?

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাংলা ভেঙে ভাগ করো-তার বেলা?

কথা : অন্নদাশঙ্কর রায়
সুর: সলিল চৌধুরী

থেই, থেই তাথেই, তাথেই

থেই, থেই তাথেই, তাথেই
তা তা থেই থেই
তা থেইয়া থেইয়া কৎ।

না দির দির তা তুম না তুম
তা না না না না
নাচো তো দেখি আমার পুতুল সোনা
তাকা তাদিম, তাকা তাকা তাদিম
তাকা তাকা তাদিম
তানানা তানানা তানানা তানা।

সাইবেরিয়া থেকে শ্বেত ভল্লুক
আফ্রিকা থেকে এলো কালো উল্লুক
অস্ট্রেলিয়া থেকে এলো ক্যাঙ্গারু
হাতি এলো ঘোড়া এলো এলো সজারু
নাচ দেখে ওরা খুশি হলে
ঢেলে দিয়ে যাবে যে তোকে
কত না সোনা দানা ।।
নাচো না কথাকলি
নাচো কত্থক
মণিপুরী কুচিপুড়ি দেখে যাক লোক
নাচো না ভরতনাট্যম নাচো না ওড়িশি
নাচো না গো লক্ষী সোনা
আমি তোকে কিনে এনে দেবো
দামি রেশমি ঘাগড়া চোলি
নানান রঙেতে বোনা।

কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী

ও মা গো মা

ও মা গো মা, অন্য কিছু গল্প বলো
এক যে ছিল রাজা রানী অনেক হল।
বলোনা কেন ওই ওপাড়ার দাশুর ছেলে
জ্বরেতে ভুগে, না খেতে পেয়ে মারা গেল?

এই যে এতসব সারি সারি
বড় বড় বাড়ি আর এত গাড়ি
তবু কেন এত লোক ফুটপাতে শোয়, তা বলো না।

কেন সেদিন অঞ্জনকে স্কুলের থেকে
মাইনে দিতে পারেনি বলে তাড়িয়ে দিল?

যখনই প্রশ্ন করি বলো তুমি
বড় হও পরে সবই জানবে তুমি
কেন মাগো এত লোকে ভিক্ষে করে, তা বলো না।

বলোনা কেন দাদা মেজদা ঘরেতে বেকার?
ওরা তো দু'জন লেখাপড়ায় ভালোই ছিল।

কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী

এই সারাটা বেশ জুড়ে আমার ঘরবাড়ি

এই সারাটা বেশ জুড়ে আমার ঘরবাড়ি
আমি কখনো বাঙালি, আমি কখনো ওড়িয়া,
পাঞ্জাবি গুজরাতি মারাঠি ও অহমিয়া
আমি তামিল তেলেগু
কান্নাড়া মালায়ালাম বলি
মুসলমান খ্রিস্টান ধর্মী রকমারি।।

কোল ভিল মুন্ডা সাঁওতাল আমি আদিবাসী
একই ব্যথায় কাঁদি, একই আনন্দেতে হাসি
আমি নাগা খাসি কুকি, আমিই মণিপুরী
নানান সুরে গান গাই আর নানান পোষাক পরি
ঘরে ঘরে মা ভাই বোন আত্মীয়-স্বজন
কাশ্মীর থেকে যদি যাও কন্যাকুমারী।।

চাষবাস মাঠেতে করি আমি কলে খাটি
খনি থেকে কয়লা তুলি আমি, মাটি কাটি
নগর শহর আমিই গড়ি আমি তো বিজ্ঞানী
যা কিছু সম্পদে এই দেশের তাতেই আমি ধনী
হিমালয়ের শীর্ষ থেকে ভারত মহাসাগর
পূণ্যভূমি জন্মভূমি সে যে গো আমারি।।

কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী

খুকুমণি গো সোনা

মা- খুকুমণি গো সোনা বলোনা বলোনা-
এই দুনিয়ায় কি সে সবার চেয়ে ভালো?
মেয়ে- সবার চেয়ে ভালো আকাশে চাঁদিনী
তার চেয়ে ভালো মা, দুই বড়া আর চাটনি।
মা- এই দুনিয়ার মাঝে কত হাজার সে যে
মিষ্টি জিনিস আছে তা তো জানা-
সবচেয়ে মিষ্টি কি তা বলো না?
মেয়ে- গোলাপী রেউড়ি মিষ্টি, রসগোল্লা ও মিষ্টি
দোকানে কত না আছে জমা
তার চেয়ে মিষ্টি মা তোমার চুমা!
মা- খুকুমণি গো সোনা বলোনা বলো না
এই দুনিয়ায় কি সে সবার চেয়ে রাঙা?
মেয়ে- শিমুল পলাশ রাঙা, রাঙা জবা ও অশোক,
তার চেয়ে রাঙা মা, অংকের টিচারের চোখ।
মা- এই দুনিয়ার মাঝে কত হাজার সে যে
কালো জিনিস আছে তা তো জানা-
সবচেয়ে কালো কি তা বলো না?
মেয়ে- কাক ও কোকিল কালো, ভুলো কুকুর কালো,
কিন্তু সবার চেয়ে কালো সে রাত
যে রাতে পাশে তুমি থাকো না।
মা- খুকুমণি গো সোনা বলো না বলো না
এই দুনিয়ায় কি সে সবার চেয়ে তেতো?
মেয়ে- উচ্ছে আর নিম তেতো, চিরতা আর কুইনিন,
তার চেয়ে তেতো মা, ভূগোল পরীক্ষার দিন।
মা- এই দুষ্টু মেয়ে
মেয়ে- হি হি হি

(১)

প্রান্তরের গান আমার
মেঠো সুরের গান আমার
গেল হারিয়ে গেল কোন বেলায়
আকাশে আগুন জ্বালায়
মেঘলা দিনের স্বপন আমার
ফসলবিহীন মন কাঁদায়।।

মাঝে মাঝে উদাস হাওয়ায়
এলোমেলো কি যে শুনি
বুঝি কাহার ব্যাথার ছোঁয়ায়
হারায় আমার সুরের ধ্বনি
ঝড়ের হাওয়ায়
পাতার মতন ঝরিয়া যায়
যায় যায় যায়।।

ক্লান্ত ডানায় নীড় খুঁজি
অথৈ নদীর তীর খুঁজি
শুধুই আমার যায় বেলা
ভাসায়ে আশার ভেলা
অন্তবিহীন পথের পুঁজি
অন্তরেরই সান্ত্বনায়।।

আমি তো চাহিনি কিছুই
শুধু আপন নীড়ের ছায়ায় আপন বীণার সুরে
ভুবন ভরে দিতে প্রেমের মায়ায় প্রেমের মায়ায়
ভাঙিলো সে ঘর ঝড়ের বায় হায় হায় হায়।।

.....

(২)

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে

চঞ্চল পাখনা উড়ছে
নিঃসীম ঘন নীল অম্বর
গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে
হে কাল হে গম্ভীর অশান্ত সৃষ্টির
প্রশান্ত মন্থর অবকাশ
হে অসীম উদাসীন বারো মাস
চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই আমি নেই কেউ নেই কেউ নেই
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।।

দুপুরের রোদ্রের নিঃঝুম শান্তি শান্তি
নীল কপোতাক্ষীর কান্তি
এক ফালি নাগরিক আকাশে
কালজয়ী পাখনার চঞ্চল প্রকাশে
এক ফালি নাগরিক আকাশে
নীল কপোতাক্ষীর কান্তি।।

হে কপোত পারাবত পায়রা
যেদিকে দুচোখ যায়
দেখা যায় যদ্দূর
শুধু শ্বেত, পিঙ্গল, কৃষ্ণ
উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা।।

.....

(৩)

এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে
অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম
ছোট যত আপন ছিল বাহির করে দিয়ে
ভুবনটারে আপন করে নিলাম।।

সবার হরষে হাসি, বেদনে কাঁদি
বাঁধন প্রিয়ারে মুক্তির জালে বাঁধি।

সবই হারায়ে যে আবার
সবই কিছু যে পেলাম।।

যখন যেখানে তখন সেখানে থাকি
সুনীল আকাশে নিজের মাথারে ঢাকি
ঘরে ঘরে জননী, ভাই ভগিনী পেলাম।।

.....

(৪)

ঝনন ঝনন বাজে
সুর বাহারে রসশৃঙ্গারে
লাজে বাজে বাজে বাজে।।

কি কথা বলে বলে ভুলে গেছি
কি ব্যথা মনে মনে রেখে গেছি
হায়, সে ব্যথা তোমার সুরের ঝংকারে বাজে।।

জানিনা কখন কোথায় তুমি থাকো
জানিনা মনে রাখো কি না রাখো
হায়, বেদনা বিধুর মন যে লাগেনা কাজে।।

.....

(৫)

বাজে গো বীণা
তুম না তুম না না না
তুম না না না।।

সুরে সুরে বাঁধা আছে তোমারি মায়ার তারে অনুরাগ রাগে তারে সেধেছি গো বারে বারে
সে রাগিনী ভুলোনা গো ভুলে যেওনা।

র্সণ ধণ ধপ ধপ | রম গর স র্স ।।
বাজে গো বীণা।

দুই পারে দুই তীরে একই নদী বহে ধীরে
তবুও দুপার কাঁদে, দুই পারে দুই তীরে।

তোমার ও আমার মাঝে তেমনই প্রেমের নদী
কুলু কুলু, কুলু কুলু, বয়ে যায় নিরবধি,
দুই পারে দুজনায় গো কাঁদি দুজনায়।।

স।। পম গস - প | পম গস - গম | ণধ - - মগ |
।ণধ মগ ণধ মগ| ণধ পধ ণর্স স |
বাজে গো বীণা।।

.....

(৬)

না মন লাগে না,
এ জীবনে কিছু যেন ভালো লাগেনা।।

এ নদীর দুই কিনারে দুই তরণী
যতই না বাই নোঙর বাঁধা
কাছে যেতে তাই পারিনি
তুমিও ওপার থেকে তাই সরোনি।।

না মন লাগে না
চোখে চোখে চেয়ে কাঁদা ভালো লাগেনা
আমি যে শ্রান্ত আজি শক্তি উধাও
কি হবে আর মিছিমিছি
বেয়ে বেয়ে এই মিছে নাও
তুমিও ওপার থেকে তাই সরে যাও।।

.....

(৭)

সবার আড়ালে সাঁঝ সকালে,
সে যে আসে গোপনে,
মনের বনে, ফুল চয়নে -কেউ জানেনা,

কেউ চেনেনা তারে।।

তারে খুঁজোনা, সে যে বীণার তারের মূর্ছনা
বন জোছনায়, ঝরে পড়া ফুলের অর্চনা।
সে যে কোন কবির, তুলি দিয়ে আঁকা ছবি
আসে গোপনে ফুল চয়নে
কেউ জানে না কেউ চেনে না তারে।।

সে যে কোকিলার কুহু কুহু সুরের আলপনা
সুর সাধনায় নতুন নতুন রাগের কল্পনা
সোনায় সোহাগা
ণধ মপ জ্ঞম মপ জ্ঞ -
আসে গোপনে ফুল চয়নে,
কেউ জানে না, কেউ চেনে না তারে।।

.....

(৮)

আজ নয় গুনগুন গুঞ্জন প্রেমের
চাঁদ ফুল জোছনার গান আর নয়
ওগো প্রিয় মোর খোলো বাহুডোর
পৃথিবী তোমারে যে চায়।।

আর নয় নিষ্ফল এ ক্রন্দন
শুধু নিজেরই স্বার্থের বন্ধন
খুলে দাও জানালা আসুক
সারা বিশ্বের বেদনার স্পন্দন
ধরণীর ধূলি হোক চন্দন
টিকা তার মাথে আজ
পরে নাও, পরে নাও, পরে নাও।।

কার ঘরে প্রদীপ জ্বলে নি
কার বাছার অন্ন মেলেনি কার নেই আশ্রয় বর্ষায়

দিন কাটে ভাগ্যের ভরসায়
তুমি হও একজন তাদেরই
কাঁধে আজ তার ভার
তুলে নাও, তুলে নাও, তুলে নাও।।

.....

(৯)

কে যাবি আয়
ওরে আমার সাধের নায়
ও সে রাঙা আশার পাল তুলে
ঝিকিমিকি যায়
আয় আয়রে আয়।।

আকাশ তারই অনুরাগে
মেঘে মেঘে রাঙে
বাতাস তারই আভাসে গায়
তরঙ্গেরই গানে
তারি তরে হৃদয় মেলে
নয়ন -প্রদীপ জ্বেলে
বধূরা পথ চায়
আয় আয়রে আয়।।

ময়ূরপঙ্খী নহে আমার
শুধু ছোট তরী
তাহার ছেঁড়া পালের দড়ি
ভাঙ্গা হালে টলোমলো
ঢেউয়ে উঠি পড়ি
আমি তবু কি হাল ছাড়ি!!
জানি অথৈ সাগর
অবহেলেই দেবো পাড়ি
আয় আয়রে আয়।।

.....

(১০)

আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম
আমার ঠিকানা
আমি কাঁদলাম বহু হাসলাম
এই জীবন জোয়ারে ভাসলাম
আমি বন্যার কাছে ঘূর্ণির কাছে
রাখলাম নিশানা।।

কখন জানিনা সে
তুমি আমার জীবনে এসে
যেন সঘন শ্রাবণে প্লাবনে দুকূলে ভেসে
শুধু হেসে ভালোবেসে
যত যতনে সাজানো স্বপ্ন
হল সকলি নিমেষে ভগ্ন
আমি দুর্বার স্রোতে ভাসলাম
করি অজানায় নিশানা।।

ওগো ঝরা পাতা
যদি আবার কখনো ডাকো
সেই শ্যামল হারানো স্বপন মনেতে রাখো
যদি ডাকো, যদি ডাকো
আমি আবার কাঁদবো হাসবো
এই জীবন জোয়ারে ভাসবো
আমি বজ্রের কাছে মৃত্যুর মাঝে
রেখে যাবো নিশানা।।

(১)

অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি।
অবাক পৃথিবী আমরা যে পরাধীন
অবাক কি দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন
অবাক পৃথিবী অবাক করলে আরো
দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো।
অবাক পৃথিবী অবাক যে বারবার
দেখি এই দেশের মৃত্যুরই কারবার!
হিসাবের খাতা যখনই নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত রক্ত খরচ তাতে
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম
অবাক পৃথিবী সেলাম
সেলাম তোমাকে সেলাম।।

.....

(২)

হয়তো তাকে দেখনি কেউ
কিম্বা দেখেছিলে
ছিন্ন শত আঁচল ঢেকে শীর্ণ দেহখানি
ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে
কি জানি কি ঝড়ে
গেছে বুঝি ঝরে
জীবনের তরু থেকে
তখন গগন ছড়ায় আগুন দারুন তেজে
সেই মেয়ে।
দুটি শীর্ণ বাহু তুলে ও সে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে অন্ন মেগে মেগে ফেরে
প্রাসাদ পানে চেয়ে
কি জানি হায় কোথায় বা ঘর
কি নাম কালো মেয়ের।

হয়তো বা

সেই ময়না পাড়ার মাঠের কালো মেয়ে
হয়তো বা
মেঘলা দিনের কবির স্বপ্নের
ছবির সেই মেয়ে হয়তো বা
জীবন নদীর খরস্রোতে ভাসা
মহাকালের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা
কেন কবির স্বপ্ন কুসুম বিফল হয়ে ঝরে।
হয়তো তাকে কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি চিনেছিলে
কল্পলোকের মাধুরিমার কুসুম
কে হায় গেল দলে।।
তার দুটি কালো হরিণ চোখে চোখে
শুধু বেদনার দহন ঝলকে
বাঁকা দুটি ভুরু ধনুর টংকারে
আমি যে দেখেছি মরণ শঙ্কারে
ঘিরেছে নিঃসহায়ে ।।

আবার কোনদিন যদি তুমি তারে দেখো পথে
বোল তারে, বোল তারি তরে
ময়নাপাড়া থেকে খবর আছে তারই কাছে রে
সে যেন ফিরে যায় রে।
সেখানে গাছে গাছে
রাঙা ফুল ফুটিয়াছে
রাঙা মেঘ রাঙায় কন্যার আশা
পৌষালী মাঠে মাঠে
সোনালী ফসল কাটে
গড়বেই নতুন জীবনের বাসা
আহা বুঝি কবি কবিতা তোমারি
নতুন ছন্দে হবে গাঁথা
এ বারতা তারি তরে
সে যেন ফিরে যায় রে।।

.....

(৩)

ধন্য আমি জন্মেছি মা তোমার ধূলিতে
জীবন মরণে তোমায় চাইনা ভুলিতে
তোমার তরে স্বপ্ন রচি আমার যত গান
তোমার কারণেই দেবো জীবন বলিদান
ওগো জন্মভূমি মা গো মা!!

মাটি তোমার সোনা খাঁটি মাঠে সোনার ধান ক্ষেত খামারে কোলে খাটে কোটি সোনার প্রাণ
তবু নিজ ভূমি পরবাসী হায়রে দিনমান
মাগো তোমার পানে চেয়ে যায়।।

তাই হিমালয় আর নিদ্রা নয়
কোটি প্রাণ চেতনায় বরাভয়
জাগো ক্রান্তির হয়েছে সময়
আনো মুক্তির খর বন্যা।।

তোমারই সন্তান মোরা তোমারই সন্তান
তুচ্ছ বিভেদ বিষে কত হয়েছি হয়রান
তখন দেখিনি মা ঘরে ঘরে কেঁদে কাটাও কাল গোপনে মরণ কাটে সর্বনাশের খাল
ওগো জন্মভূমি মাগো মা

তোমার ঘরে শিশুর হাসি মায়ের যত প্রাণ
বন্ধ্যা মাটি, না ফোটা প্রেম, অগীত সব গান দিয়েছে ডাক, এবার মোরা পেলাম সমাধান মাগো,
সবার মিলন মোহনায়।

আমাদের দেশ আমার মাটি
ক্ষেত খামারে কলে আমরা খাটি
আমাদের দেশে যা কিছু খাঁটি
হবে সবার পরশে ধন্যা।।

.....

(৪)

শ্যামল বরনী ওগো কন্যা
এই ঝিরঝির বাতাসে ওড়া ওড়না
মেঘের অলক দোলায় কোথা যাও
কত হাসির ফোয়ারা তোমার ঝরনা
এসো ওই ভুবন ভুলানো রূপে পরাণে।।

ওগো মোর শ্রান্ত দিবস সন্ধ্যা
তোমার আসার আশায় চেয়ে যায়
কবে আমার ভাঙ্গা ঘরের আঙ্গিনায়
চপল চকিত চরণে আসিবে??
তোমারে দেখেছি সন্ধ্যার আকাশে
তারায় তারায়
প্রদীপ জ্বালাতে বধূদের চোখে মায়া অঞ্জন পরাতে.. ওগো।

শ্যামল বরনি তোমার জন্যে
কত নদী বহে ফুল ফোটে অরণ্যে
খেতে সোনার প্লাবন খেলে যায়
জাগে ঘরে ঘরে কতনা রাজকন্যে
রাজার কুমার দেয় জীবন অবহেলে।।

ওগো তুমি বুঝি মোর বাংলা
আমার জীবন ধন সাধের সাধনা
তোমায় কে দিয়েছে ব্যথা আমায় বলো না
সুনীল নয়ন কেন গো ছলছল
তোমারে দেখেছি আজ গৃহহারা পথে পথে
কাঁদিয়া ফিরিছ ঘরে ঘরে যত সন্তানদের জাগাতে ওগো।

(৫)

আমি সবার আগে মানুষ তারপরেতে
হিন্দু, খ্রিস্টান, কিংবা মুসলমান
জানি সবার উপরে প্রেম ভালবাসা

ভালবাসার পরে পূজা প্রার্থনা কিংবা আজান।।

যদি ধর্ম কর্ম মানুষে মানুষে বিভেদ আনে
ধর্ম মানে অন্য প্রাণে শুধু আঘাত হানে
তাইলে মনুষ্য সমাজে ধর্মের
নেইতো কোন স্থান।।

বল আকাশ বাতাস তৃণ তরুর
কিসের ধর্ম আছে?
জীবজন্তু পশু পক্ষী জীবন ধর্মে বাঁচে
কেন সবই ধর্ম বলে
ধরায় সব জীব সমান।।

লক্ষ লক্ষ কোটি বছর ধরে মানুষ বেঁচে ছিল
সংগ্রামই ধর্ম এইতো জেনেছিল
এখন ধর্মের মুখোশ পরে
দেশে ঘোরে যে শয়তান ।।

.....

(৬)

ও ভাইরে ভাই
মোর মতন আর দেশপ্রেমিক নাই

শোনো বিষুদবারের বারবেলাতে
জন্মেছিলেম আমি রে ভাই
আর বলবো কি ভাই
ঠিক তখনই সূর্য গেল থামি আকাশে
আর ডজন খানেক ব্যাং
ও ভাই ডাকলো গ্যাঙর গ্যাঙ।

শুনে বললে সবাই স্বর্গ থেকে এসেছে নিমাই
মোর মতন আর দেশপ্রেমিক নাই।।

আমার দেখছো বটে শরীরখানা
ভুঁড়ি জ্বালার মত রে ভাই
কিন্তু দেশের কথা ভেবে ভেবে
অন্তরেতে ক্ষত কত কত যে
আমার রাত্তিরে ঘুম নাই
উঠে ঘন ঘন হাই
আর রাবড়ি মালাই খেতে গেলে
বড্ড বিষম খাই
মোর মতন আর দেশপ্রেমিক নাই।।

আমি খাইনি বটে গুলিগুলা যাইনি বটে জেলেরে ভাই
কিন্তু সেটা এই ভেবে যে
আমি মারা গেলে কি হবে
আর কে করবে দেশোদ্ধার
তাই মরতে আমি বলি সদাই
নিজে মরি যাই
মোর মতন আর দেশপ্রেমিক নাই।।

শোনো দেশপ্রেমিক না হলে ভাই
পত্রিকাতে কেন রে ভাই
প্রথম পাতায় ছবি আমার
প্রত্যহ ছাপানো থাকে রে
আমি কি দিয়ে ভাত খাই
আর কোথায় কোথায় যাই
ওরা ছাপে আমি পাঁচড়া হলে কি মলম লাগাই
মোর মতন আর দেশপ্রেমিক নাই।।

(৭)

তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজি
ঘোর আঁধারের রাতে
ও দেশের বন্ধু শহীদ ঝড় বাদলের রাতে।।

যেন পথ না হারায় পাঁকে
নিশানা ঠিক থাকে
দেশপ্রেমের মশাল চোখে
অস্থির বাজ হাতে দিও
অস্থির বাজ হাতে।।

যেমন থাকে আঁধার কেশে
সিথির সিঁদুর রেখা
আঁধার মেঘে জ্বলে যেমন
বিজলীর লেখা
যেন তেমনি চোখে থাকে
দেশের জটিল কুটির বাঁকে
তোমার খুনে রাঙা পথের সে দাগ
তোমার খুনের রাঙা পথের দাগে
একসাথে সবাই
যাই যেন একসাথে।।

(৮)

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে
আর রিমঝিম বরষার গগনে রে
কাঠফাটা রোদের আগুনে
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয়রে।।

হায় বিধি বড়ই দারুণ
পোড়া মাটি কেঁদে মরে ফসল ফলে না
হায় বিধি বড়ই দারুণ
ক্ষুধার আগুন জ্বলে, আহার মেলেনা
কি দেবো তোমারে
নাই যে ধান খামারে
মোর কপাল গুনে রে
কাঠফাটা রোদের আগুনে

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয়রে।।

এই জীবন মাটির মতন
ফুলে ফলে ভরিতে চায় সোনার কামনা
এই জীবন মাটির মতন
স্নেহ বিনা শুখায়ে যায় সাধের সাধনা।
আয়রে মেঘ মায়া দে
শ্যামল করিয়া দে
তোর মন্ত্র গুণে রে
কাঠফাটা রোদের আগুনে
আর বৃষ্টি ঝেঁপে আয়রে।।

(৯)

পথে এবার নামো সাথী
পথেই হবে এ পথ চেনা
জনস্রোতে নানান মতে
মনোরথের ঠিকানা
হবে চেনা হবে জানা।।

অনেক তো দিন গেল বৃথা এ সংশয়ে
এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে
তোমার আমার সবার স্বপন
মেলাই প্রাণের মোহনায়
কিসের মানা
হবে চেনা হবে জানা।।

তখন এ গান তুলে তুফান
নবীন প্রাণের প্লাবন আনে দিকে দিকে
কিসের বাধা
বিপদ বরণ মরণ হরণ চরণ ফেলে
সে যায় হেঁকে।

তখন তো আর শোষণ বাঁধন মানবো না
সবার এ দেশ সবার ছাড়া তো জানবো না
পরোয়া নেই আকাশ বাতাস
হবে আশার পরোয়ানা
কিসের মানা
হবে চেনা হবে জানা।।

(১০)

আমার প্রতিবাদের ভাষা
আমার প্রতিরোধের আগুন
দ্বিগুণ জ্বলে যেন
দ্বিগুণ দারুণ প্রতিশোধে
করে চূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন ষড়যন্ত্রের জাল যেন
আনে মুক্তির আলো আনে
আনে লক্ষ শত প্রাণে
শত লক্ষ কোটি প্রাণে।।

আমার প্রতি নিঃশ্বাসের বিষে
বিশ্বের বঞ্চনার ভাষা
দারুন বিস্ফোরণ যেন
ধ্বংসের গর্জনে হানে
যত বিপ্লব বিদ্রোহের আমি সাথী
আমি মাতি যুদ্ধের হেথায় সেথায়
মানুষের মুক্তির বিপন্নতায়
আমারি রক্ত ঝরে দেশে দেশে বন্দরে
শত মরু কন্দরে গৌরী শিখায়
মিলনের তীর্থের সন্ধানে।।

(১)

ও আলোর পথযাত্রী
এ যে রাত্রি, এখানে থেমোনা
এ বালুর চরে আশার তরণী তোমার
যেন বেঁধনা।
আমি শ্রান্ত যে, তবু হাল ধরো
আমি রিক্ত যে , সেই সান্ত্বনা
তব ছিন্ন পালে জয় পতাকা তুলে
সূর্যতোরণ দাও হানা।।

আহা বুক ভেঙ্গে ভেঙ্গে পথে ঢেলে শোণিত কণা
কত যুগ ধরে ধরে করেছে তারা সূর্য রচনা
আর কতদূর ওই মোহানা,
এ যে কুয়াশা এ যে ছলনা
এই বঞ্চনা -দ্বীপ পার হলেই পাবে
জনসমুদ্রের ঠিকানা।।

আহ্বান, শোনো আহ্বান,
আসে মাঠ ঘাট বন পেরিয়ে,
দুস্তর বাধা প্রস্তর ঠেলে বন্যার মত বেরিয়ে
যুগ সঞ্চিত শক্তি দিয়েছে সাড়া
হিমগিরি শুনল কি সূর্যের ইশারা
যাত্রা শুরু উচ্ছল রোলে দুর্বার বেগে তটিনী
উত্তাল তালে উদ্দমের নাচে মুক্ত শত নটিনী
এ শুধু সুপ্ত যে নব প্রাণে জেগেছে,
রণ সাজে সেজেছে
অধিকার অর্জনে।।

(২)

আমাদের নানান মতে নানান দলে দলাদলি
কেউবা চলে ডাইনে বা কেউ বাঁয়ে চলি
এক সাগরে তুলেছি,
ঢেউ কেউবা ধর্মী, বিধর্মী কেউ

সবার চোখে স্বপ্ন ভাসে স্বাধীন সুখী দেশ
শান্তি ঘেরা ঘরে ঘরে প্রাণের পরিবেশ
মোরা সবাই তখন একসাথে ভাই মিলি।।

যখন প্রশ্ন ওঠে ধ্বংস কি সৃষ্টি
আমাদের চোখে জলে আগুনের দৃষ্টি
আমরা জবাব দিই সৃষ্টি সৃষ্টি সৃষ্টি
যখন প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ কি শান্তি
আমাদের বেছে নিতে হয় নাকো ভ্রান্তি
আমরা জবাব দিই শান্তি শান্তি শান্তি
আর রক্ত নয় নয়
আর ধ্বংস নয় নয়
আর নয় মায়েদের শিশুদের কান্না
(আর না আর না আর না)
রক্ত কি ধ্বংস কি যুদ্ধ আর না।।

আমাদের দেশের কোটি হাতে হাতে
কাজের ক্ষুধা
খনি, পাহাড়, অগাধ মাটি, ভরা সুধা
তবুও আকাল মহামারী
ঘরে ঘরে অনাহারী
বাস্তুহারা বেকার মরে হায়রে সোনার দেশ
অশান্তির এই দেশে গড়ি প্রাণের পরিবেশ
মোরা সবাই তখন একসাথে ভাই মিলি।।
শুনি আজ মুষ্টিমেয় পিশাচ মাতে রন সাজে
দুনিয়া যায় রসাতলে লুটের কাজে
আমরা তখন দুনিয়াতে
শান্তি প্রিয় সবার সাথে
কণ্ঠ মেলাই প্রতিবাদে যুদ্ধ বরবাদ
যুদ্ধবাদের টুঁটি টেপা বাড়াই কোটি হাত
মোরা সবাই তখন একসাথে ভাই মিলি।।

(৩)

অধিকার কে কাকে দেয়
পৃথিবীর ইতিহাসে কবে কোন অধিকার
বিনা সংগ্রামে, শুধু চেয়ে পাওয়া যায়
কখনোই নয় কোনদিনও নয়
অধিকার কেড়ে নিতে হয়
অধিকার লড়ে নিতে হয়।
মুক্তির অধিকার
মানুষের মতো করে বাঁচবার অধিকার
শিক্ষার অধিকার
হক কথা সোচ্চারে বলবার অধিকার
শান্তির অধিকার
শিশু শিশু কুঁড়িদের ফোটবার অধিকার।
এসব তো আমাদের জন্মগত
তবে কেন এত হাহাকার?
ঘরে বসে বসে ক্রন্দনে নয়
অধিকার জিনে নিতে হয়,
রক্তে কিনে নিতে হয়।।

কর্মের অধিকার
নানা জাতি ভাষাভাষী ধর্মের অধিকার
স্বাস্থ্যের অধিকার
বিদূষণ মুক্ত বাতাসের অধিকার
ঐক্যের অধিকার
বিভেদের চক্রকে ভাঙবার অধিকার
এসব তো আমাদের জন্মগত
তবে কেন এত হাহাকার
ঘরে বসে বসে ক্রন্দনে নয়
অধিকার গড়ে নিতে হয়
অর্জন করে নিতে হয়।।

(৪)

দুস্তর পারাবার
আয় কে হবি রে পার
এই নিস্তরঙ্গ গাঙ্গে
ওই এলো রে জোয়ার
বালুচরের মায়াতে আর বাধা থাকে
না দাও তরী ভাসাইয়া
হেই মারো জোয়ান
হেঁইও রে হেঁইও বাইয়ো রে নাও বাইও
ধর কষে হাল, দাও তুলে পাল,
বদর বদর গান গাইও।

এই তরণী তোমার আমার আশা নিয়ে যায়
রাঙাপালে ওড়ে নিশান আয় আয় আয়
কার ঘরে জ্বলেনি প্রদীপ থেমে গেছে গান
দাও তরী ভাসাইয়া হেই মারো জোয়ান

এইবারে পণ নবজীবন গড়ার ভরসায়
পুরনো দিন পিছে ফেলে আয় আয় আয় আয়
থাক না মিছে মায়ার বাঁধন স্নেহের পিছুটান
দাও তরী ভাসাইয়া হে মারও জোয়ান।।

(৫)

ঢেউ উঠছে কারা টুটছে আলো ফুটছে প্রাণ জাগছে
গুরু গুরু গুরু গুরু গুরু ডম্বরু পিনাকির
বেজেছে বেজেছে বেজেছে
মরা বন্দরে আজ জোয়ার জাগানো ঢেউ
তরণী ভাসানো ঢেউ উঠছে।

শোষণের চাকা আর ঘুরবে না ঘুরবে না
চিমনিতে কালো ধোঁয়া উঠবে না উঠবে না
বয়লারের চিতা আর জ্বলবে না জ্বলবে না
চাকা ঘুরবে না, চিতা জ্বলবে না,

ধোঁয়া উঠবে না, চাকা ঘুরবে না
লাখে লাখ করতালে হরতাল হেঁকেছে
হরতাল, হরতাল, হরতাল,
আজ হরতাল আজ চাকা বন্ধ।

আর পারবেনা ভোলাতে মধুমাখা ছুরিতে
জনতাকে পারবে না ভোলাতে
আর পারবেনা দোলাতে মরীচিকা মায়াতে
বিভেদের ছলনায় ছলিতে
মিছিলের গর্জন দুর্জয় শপথে গর্জে ওই গর্জে
আজ হরতাল আজ যাক বন্ধ।।

(৬)

ও মোদের দেশবাসী রে
আয়রে পরান ভাই আয়রে রহিম ভাই
কালো নদী কে হবি পার
এই দেশের মাঝেরে পিশাচ আনেরে
কালো বিভেদের বান
সেই বানে ভাসেরে মোদের দেশের মান
এই ফারাক নদীরে বাঁধবি যদি রে
ধর গাঁইতি আর হাতিয়ার
হেঁইয়া হেই হেঁইয়া
মার জোয়ান বাঁধ সেতু এবার।

এই নদী তোমার আমার খুনেরই দরিয়া
এই নদী আছে মোদের আঁখি জলে ভরিয়া
এই নদী বহে মোদের বুকের পাঁজর খুঁড়িয়া
মোরা বাহু বাড়াই দুই পাড়েতে
দুজনাতে থাকিয়া।।
ওরে এই নদীর পাকে পাকে কুমির লুকায় থাকে
ভাঙ্গে সুখের ঘর ভাঙ্গে খামার

হেঁইয়া হেই মার জোর বাঁধি সেতু বাঁধিরে

বুকেতে বুকেতে সেতু
অন্তরের মায়া ঘিরে বাঁধিরে
কুটিলের বাধা যত
ঘৃণার নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙ্গিরে
সাম্যের স্বদেশ ভূমি গড়ার শপথ নিয়ে বাঁধিরে।।

.....

(৭)

হাতে মোদের কে দেবে, কে দেবে সেই ভেরী
দুর্জয় প্রাণীর শপথ আর গর্জন ঘেরি।

গৌরীশিখর চূড়ায় মোরা শোনাবো সেই বাণী
সেই চিরজয়ের বাণী বন্ধনের সাবধানি
নিঃস্ব যারা জাগবে তখন হবে না তো দেরি
বাজে যার গর্জন ঘেরি
কে দেবে সেই ভেরী?

প্রাণের নাওয়ে হাওয়া লাগবে রে
মরুতে সবুজ ঢেউ জাগবে রে
দিপালীকা জ্বলবে যে রে, আশার দেউল ভরি
সেই সন্ধ্যায় যেন হেরি
কে দেবে সেই ভেরী?

সেই সমুদ্রে উত্তাল জনতা তরঙ্গ
কে রোখে কে রোখে
নিথর বন্দরে ময়ূরপঙ্খী নাও ভিড়বেই এসে ভিড়বেই
দীর্ণ মাটির দৈন্য, ঢাকে জীবন রসের বন্যা
শ্যামলীমায় অপরূপে, জাগে জীবন ধন্যা।।

.....

(৮)

গৌরী শৃঙ্গ তুলেছে শির বহিছে সিন্ধু গর্জমান ভলগা, যমুনা, রাইনে, নাইলে,
মিসিসিপি মিলে তুলেছে তান
নওজোয়ান।।

শত যুগের বঞ্চনার
শৃংখলের ঝনঝনার
সমাধীর পরে যায় শোনা
আগামী দিনের ঘরে ঘরে
নব প্রভাতের বীনা গায় যে গান
নওজোয়ান।

দুনিয়ার দিকে দিকে মুক্তির মন্ত্রে প্রাণ উচ্ছল ছলছল ছলছল
আমাদের শক্তি শান্তির বলে বলিয়ান
বলিয়ান প্রাণ
আমাদের মুক্তি দেশে মিলনের গান মিলনের গান বিশ্বের নব মানচিত্রের স্রষ্টা যে আমাদের
কোটি কোটি প্রাণ।

যদিও এ দেশে অন্ধকার অনাহারে শিশু ক্রন্দমান
যৌবন পথে পথে ধুঁকে মরে
বন্ধনে কাঁদে কত না প্রাণ
নওজোয়ান।।

তবুও এই ঘোষণায়
লক্ষ প্রাণ পণ জানায়
এদেশে আনবো প্রাণের বান
শান্তি তীর্থ গড়বোই মোরা
দুহাতে ছড়াবো হাসি ও গান
নওজোয়ান।।

.....

(৯)

নবারুণ রাগে রাঙে রে
অন্ধকারা বন্দি দেশ
ভেদ দীর্ণ মন ভরে
মিলন কমল সৌরভে
গর্জে সিন্ধু কন্ঠে তে

গৌরী শৃঙ্গ শির মোদের
উচ্চে গৌরবে
জাগে নব প্রাণে জাগেরে
সুপ্ত জনতা সিংহ তেজ।।

ফের বাজে নতুন প্রাণে
শহীদ যারা ঘরে ঘরে
ক্ষুদিরাম, ভগৎ, যতীন, সূর্যসেন আসে ফিরে
কালসর্প ভগ্ন দর্প
লুকালো অন্ধ-বিবরে
জাগে নব প্রাণে জাগেরে সুপ্ত জনতা সিংহ তেজ।।

অবসান হবে এবার
শোষণ পুরীর সমন বুঝি
জনগণমন জাগেরে
জাগেরে - জনগণমন জাগেরে
জাগে নব প্রাণে জাগেরে
সুপ্ত জনতা সিংহ তেজ।।

(১০)

সেদিন আর কত দূরে
যখন প্রাণের সৌরভে
সবার গৌরবে ভরে রবে
এই দেশ ধনধান্যে, শিক্ষায় জ্ঞানেমান্যে
আনন্দের গানে গানে সুরে।।

কত না দিন
কত রঙিন
কত না যে স্বপন
করে বপন ফিরে চলে গেছে
কত না জন হায়
সেই স্বপন ফুলে ফুলে দাও ভরে।।

এদেশ আমার
এদেশ তোমার
বুকেরই ধন, করো যতন
যেন না কেউ কাড়ে সেই রতন হায়
বিভেদ বিচ্ছেদ শেষ দাও করে।।

একগুচ্ছ চাবি

উত্তরাধিকার সূত্রে
পেয়েছি শুধু একগুচ্ছ চাবি
ছোট বড় মোটা বেঁটে
নানা রকমের নানা ধরনের চাবি
মা বললেন যত্ন করে তুলে রেখে দে

তারপর যখন বয়স বাড়ল
জীবন এবং জীবিকার সন্ধানে
পথে নামতে হলো
পকেটে সম্বল এই একগুচ্ছ চাবি
ছোট বড় মোটা বেঁটে
নানারকমের নানা ধরনের চাবি।

কিন্তু যেখানেই যাই
দেখি প্রকাণ্ড এক দরজা
আর তাতে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক তালা
পকেট থেকে চাবির গুচ্ছ বের করি
এ চাবি সে চাবি ঘোরাই ফেরাই
লাগে না খোলে না
শ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরি
মা দেখেন আর হাসেন
বলেন - ওরে তোর বাবার হাতেও
ওই চাবি দিয়ে ওই দরজা গুলো খোলেনি
শুনেছি নাকি তাঁর বাবার হাতে খুলতো।
আসল কথা কি জানিস?
এসব চাবি হল সততার, সত্যের, যুক্তির, নিষ্ঠার।
আজকাল আর ওই চাবি দিয়ে
এসব দরজাগুলো খোলেনা...

তবুও তুই ফেলে দিস না
তুইও যখন চলে যাবি
তোর সন্তানদের হাতে দিয়ে যাস
এসব চাবির গুচ্ছ---
হয়তো তাদের হাতে

হয়তো কেন নিশ্চয়ই তাদের হাতে
একদিন ওইসব সততার সত্যের যুক্তির নিষ্ঠার চাবি দিয়ে
জীবনের বন্ধ দরজা গুলো
খুলে যাবে...খুলে যাবেই।

.....

ভূমন্ডলে

একটা সরলরেখা টানো ভূমন্ডলে
কিছুতেই পারবে না
রেখা গোল হয়ে যাবে
একটু সরল মনে বাঁচো ভূমন্ডলে
কিছুতেই পারবে না গন্ডগোল হয়ে যাবে।

মূল্যবোধ বলে কিছু নেই ভূমন্ডলে
সব মূল্য আছে ছলে বলে কি কৌশলে
হাতাতে পারো মুদ্রা ভূমন্ডলে
সব ধর্মনীতি-মীতি কেনা যায়
পকেটটা মোটা ভারী হলে।

তুমি ভাবো স্ব- ইচ্ছায় আমি বাঁচি নাচি ভূমন্ডলে
আসলে তে দড়ি আছে অন্য কোন হাতে
যেভাবে নাচায় নাচো এই ভূমন্ডলে
কত ধানে কত চাল কি করে বুঝবে তুমি
কারা ছাই দেয় বাড়া ভাতে।

কাকে দোষ দেবে বলো ভূমন্ডলে
যত্রতত্র ইতি উতি বক্তৃতায় বড় বড়
বুকনি ঝেড়ে
গোমূর্খেরা পার পেয়ে যায় ভূমন্ডলে
কার কড়ি কে ধারে
সত্য বলা অপরাধ
তাই ভয়ে থাকি জড়োসড়ো।

.....

সূর্য প্রেম

মহুয়ার বনে কি নেশায় ছিনু ঘুমন্ত
এই যে তোমার ঢেউ এলো তীরে ঝিকিমিকি

স্বপ্নের ধস ঢেউয়ের আঘাতে চোরাবালি
ঘুম ভাঙা চোখে লাগছে ভালোই ঢেউ -মাতন

ছায়ায় ছায়ায় কেন যাব মিছে আজ বলো
তোমার শিখরে অমৃতের রস ফেনায়িত
আলোকের পাখা গরুড় না মেলে আজ যদি
সীমান্তে মোর রামধনু কোথা ঝলোমলো

আমাদের প্রেম বোরখার তলে নয় উঁকি
অন্ধরাত্রে তারাহীন চোখে নয় চাওয়া
ফার্ণের বনে শয্যা পেতেছি পাশাপাশি
তুমি আর আমি আলো আর ছায়া আলিঙ্গনে

পান্ডুর চাঁদ আকাশের মেঝে যাক গড়ে
মাকড়শা কবি স্বপ্ন লালায় জল বুনুক
তুমি বাঁধো মোরে বজ্র বাহুতে নিবিড়তর
ফ্যাল ফ্যাল চোখে অলস পলেরা থাক চেয়ে।

ভালো হতো

স্বচ্ছ সরণি-- তুচ্ছ তরণী
না বেয়ে ঘোলাটে জলেতে সাঁতার
কাটলেই বুঝি ভালো হতো

সুরের পলকে পালকে পালকে
ভোরের পাখি করে আকাশে উড়তে
না দিলেই বুঝি ভালো হতো

ধারে কড়ি নিয়ে প্রেমের পাশায়
খেলতে খেলতে জিতের বদলে
হারলেই বুঝি ভালো হতো

জীবন কালের সকালে যা সোজা
বিকালে তা বোঝা এ বোঝা বুঝতে
না হলেই বুঝি ভালো হতো

পিয়ানোর সাদা কালো পর্দায়
রাত্রি দিনকে আঁকার চেষ্টা না করে
সেরেফ বাজালেই বুঝি ভালো হতো

দ্রৌপদী মন নিজেই নিজের বস্ত্রহরণ
করে দরবারে তাথৈ নাচন
নাচলেই বুঝি ভালো হতো

ভালো কি মন্দ সৎ কি অসৎ
না ভেবে সেরেফ ধান্দাবাজির চক্করে
পুঁজি বানালেই বুঝি ভালো হতো

চলতে চলতে জীবন কালের
সলতে যখন নিভু নিভু হল
বাঁচতে না জেনে মরার পরেতে
জানলেই বুঝি ভালো হতো
তথা যা কথিত বাপের নাম কে
বজায় রাখতে আপনা আপনি
বাঁচলেই বুঝি ভালো হতো।।

সেই লোকটা

একটা লোক সব সময়
আমার পিছন পিছন
ঘুরঘুর করে
আমি যেখানেই যাই
ও সঙ্গে আছে
বাসে উঠি তো বাসে
ট্রামে উঠি তো ট্রামে
হাঁটি তো ও হাঁটে।

অথচ লোকটা ঠিক আমার বিপরীত
আমার নাক খ্যাঁদা,
ওর নাক লম্বা
আমার চোখ ছোট
ওর চোখ টানা টানা বড়
আমার রঙ ময়লা,
ওর রং উজ্জ্বল ফর্সা
আমার মাথায় টাক
ওর মাথা ভর্তি কালো কালো চুল
আমি বেঁটে ও লম্বা।

.....

বোঝার ছড়া

পম্পটা থামলে বুঝলুম
পাম্পটা চলছিল
কথাটা থামলে বুঝলুম
লোকটা বলছিল
আলোটা নিভলে বুঝলুম
আলোটা জ্বলছিল
বরফ জমলে বুঝলুম
একদিন সেটা জল ছিল
ভালোবেসে শেষে বুঝলুম
কতখানি তাতে ছল ছিল
রাজনীতি ছেড়ে বুঝলুম
কতো তার মাঝে খল ছিল
যৌবন শেষে বুঝলুম
কতখানি তার বল ছিল

নেশা শেষ হলে বুঝলুম
পা দুটো আমার টলছিল
বক্তৃতা শেষে বুঝলুম
কতখানি তাতে গুল ছিল
টাকমাথা হয়ে হয়ে বুঝলুম
কতখানি তাতে চুল ছিল

(আর) জীবন থামলে বুঝলুম
জীবনটা বেশ চলছিল

যখন অসহ্য হয়

যখন অসহ্য হয়
শ্বারুদ্ধ হয়ে আসে
মনে হয় এইবার ফেটে যাবে দম
তখন আমার হয়ে শ্বাস ফেলে আমার কলম
মাঝে মাঝে মনে হয়
এইবার ভেঙ্গে যাব
দুর্বিষহ জীবনের ভারে
অন্ধকারে ঢেকে যায় আশার সবিতা
তখন খানিক ভার নিজ কাঁধে তুলে নেয় আমার কবিতা।

এ এক বিচিত্র পেশা
নিজেকে মাথায় করে
দোরে দোরে
হেঁকে হেঁকে ফেরি করে ফেরা
বঞ্চনা কে অভ্যাসের ওড়না দিয়ে ঘেরা
তবুও যখন তীক্ষ্ণ ধার হয়ে ওঠে
বেনেদের ছুরি
তখন তোমায় মনে করি
কোন এক বিচিত্র সন্ধ্যায়
তুমি পাশে বসে ছিলে
গঙ্গাবুকে দূর যাত্রী
জাহাজের আলো ঝিকিমিকি
মাঝে মাঝে ডেকেছিলে
নাম হারা কোন এক পাখি
তুমি কোন কথা বলোনি কো
হাতে হাত রেখে শুধু শূন্যে চেয়েছিলে
তবু তাকেই আদর করে
মনে মনে প্রেম নামে ডেকে
দুঃসাহসে বুক বেঁধে জীবনের হই মুখোমুখি।

.....

হয় না

এ হয় না
বাঁধা যায় না
রাখা যায় না

মিছে বন্যাকে ধরে
ছোট ছোট সব
গেলাসের কান্না
গেলাসেতে ধরে
বন্যাকে রাখা যায় না
এ হয় না।

এ হয় না
রোখা যায় না
যদি অ্যাভালান্স হয়ে
বরফেরা নামে
থার্মোসে রাখা যায় না
কচুরিপানার নীল ফুলটাকে
ফুলদানে রাখা যায় তো সত্যি
দিগন্ত ধরা যায় না
এ হয় না

বাথরুমে ঢুকে বাথ টবে বসে
যতই কেন না নাও না
সাগরের জলে অবগাহনের
মজাটাকে পাওয়া যায় না
এ হয় না
তাই আমাকে বাঁধছো বাঁধো
বজ্র আঁটুনি যতই দাওনা
হবে সে ফস্কা গেরো
আমি অনেকের বহু জ্বালা নিয়ে
হয়েছি অগ্নি বন্যা
আমি অনেকের বহু শ্বাস নিয়ে
ঝড় হয়ে গেছি কন্যা।

আমার আপন আর কিছু নেই
ছোট করে ঘর বাঁধবার
ছোট দিয়ে শুরু
তাই ছোট নিয়ে মন আর ঘরে রয় না
এ হয় না।

.....

কান কাটার ছড়া

কানপুরেতে একানড়ের মস্ত বড় মকান
হরেক রকম কানের সেথা কানোহারী দোকান
কান পাতলা সেখানে যায় কিনতে মোটা কান
কানে খাটো কিনে আনে লম্বা দেখে কান
কানাঘুষো যা কিছু হয় যত কানাকানি
সবকিছু সেই একানড়ে করেছে আমদানি।

তখনও দেশ হয়নি স্বাধীন মন্ত্রী ছিলেন ডানকান
একবার কানপুরে এলেন কিনতে তার বাঁ কান
একানড়ে বললে দেখুন সময় দিতে হবে
মন্ত্রীর কান আনতে গেলে দিল্লি যেতে হবে।

এই না বলে একানড়ে দিল্লি দিল হাঁটা
ছ- দিন পরে ফিরে এলো চক্ষু ভাঁটাভাঁটা
বলল কেঁদে নিন ফিরিয়ে অ্যাডভান্স টাকাটা
দিল্লি গিয়ে দেখি ওদের সবার দু-কান কাটা।।